ইত্তেফাক

তারিখ ... 5.2.84 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 8 ...

009

বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রী এখনো বিনামূল্যের বই পায় নাই

॥ শফিকুল কবির ॥

বৎসরের নূতন মৌসুমে স্কুল খুলিয়াছে। তবে জানুয়ারী মাস গত হইয়া গেলেও অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে নূতন বই পৌঁছায় নাই। শিক্ষকরা স্কুল ফেলিয়া উপজেলা কিংবা থানা সদরে বিনামূল্যের বইয়ের জন্য দেন-দরবার করিতেছেন। অভিযোগে প্রকাশ, অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর হাতে না পৌঁছিলেও বিনামূল্যের বই ইতিমধ্যেই বাজার দখল করিয়াছে। অভিভাবক মহল চড়া দামে বাজার হইতে বিনামূল্যের বই কিনিয়া ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলিয়া দিতেছেন।

উল্লেখ্য যে, ইউনিসেফের আর্থিক সাহায্যের সুবাদে ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে পর্যায়ক্রমে প্রথম শ্রেণী হইতে পঞ্চম (৫ম পৃঃ দ্রঃ)

বিনা মূল্যের বই পৌঁছায় নাই

(১ম পৃঃ পর)

শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক-পরিচ্ছদ, বই, খাতা, পেন্সিল এবং শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণের কর্মসূচী নেওয়া হয়। বণ্টনত্রুটি ও নানাবিধ জটিলতার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পোষাক বিতরণ কর্মসূচী ইতিমধ্যেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার খাতা-পেন্সিল কোথায় কিভাবে বণ্টন করা হইতেছে, ইহার কোন ঠিকঠিকানা পাওয়া যাইতেছে না। ৪র্থ শ্রেণীর অর্ধেক দামের বই বাজারে পাওয়া যায় না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় চলতি শিক্ষা মৌসুমে প্রথম হইতে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত (চয়নিকা ব্যতীত) সকল বই বিনামূল্যে এবং চতুর্থ শ্রেণীর বই অর্ধেক মূল্যে বিতরণের পদক্ষেপ নিয়াছেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বই বিতরণ কর্মসূচী শেষ হওয়ার কথা। তবে গত (বুধবার) পর্যন্ত সর্বমোট ১ কোটি ৯৫ লক্ষ সংখ্যক বইয়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের খাতায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ বই জমা হইয়াছে। বাকী ৭০ লক্ষ বই টেক্সট বুক বোর্ড হইতে ডেলীভারী পাওয়া যায় নাই। গৃহীত কর্মসূচী অনুযায়ী ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে টেক্সট বুক বোর্ড সকল বই প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের নিকট বিতরণের কথা ছিল। শিক্ষা দপ্তর ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বিতরণ কাজ শেষ করিবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কতদিন পর এই কর্মসূচী সম্পন্ন হইবে এই ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত ১ কোটি ২৪ লক্ষ বইয়ের মধ্যে কত বই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছিয়াছে ইহারও কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নাই। বিনামূল্যের বই বিতরণের প্রক্রিয়া অনুযায়ী টেক্সট বুক বোর্ডের নিকট হইতে প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর বই ক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিবে। শিক্ষা দপ্তর প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের নিকট বই পৌছাইয়া দিবে। জেলা প্রশাসক উপজেলা নির্বাহী অফিসার কিংবা থানা সার্কেল অফিসারদের নিয়া বৈঠক করিয়া উপজেলা/থানা সদরে বই পৌঁছানোর ব্যবস্থা করিবেন। উপজেলায়/থানায় পুনরায় শিক্ষকদের ডাকিয়া বৈঠক করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই বিতরণের ব্যবস্থা করিবেন।

অভিভাবক মহল অভিযোগ করিয়াছেন যে, ত্রুটিপূর্ণ এবং দীর্ঘসূত্রতার বণ্টন পদ্ধতির কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট সময় মত বই পৌঁছিতেছে না। ইহাছাড়া পরিবহন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় ঘটিতেছে। বলা বাহুল্য, পরিবহন বাবদ অর্থ ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা/থানা সদরে সরবরাহ করা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট মহল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যাচাই করিয়া প্রতিটি বিদ্যালয়কে অর্থ বরাদ্দ করা হইলে বাজার হইতে বই কিনিয়া সহজ পন্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ করা সম্ভব হইত।

জানা গিয়াছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রকৃত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা নিরূপণ করিয়া সেপ্টেম্বরের (৮৩) ৭ তারিখের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের নিকট প্রেরণ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের নিকট অনুরোধ জানান হইয়াছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহল হইতে বইয়ের চাহিদা ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখ করিয়া কোন তথ্য প্রেরণ করা হয় নাই। অক্টোবরের ১২ তারিখে পুনরায় তথ্য চাহিয়া রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়। ইহাতেও সাড়া পাওয়া যায় নাই।

এই পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর ২২শে নভেম্বর আনুমানিক ভিত্তিক একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়া জেলা প্রশাসকদের নিকট বইয়ের হিসাব প্রেরন করেন। এই আনুমানিক হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে পৌর এলাকায় গড়ে প্রতি স্কুলে ৭০ জন এবং পৌর এলাকায় বাহিরে ৬০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে গড়ে যথাক্রমে ৪৫ জন ও ৪০ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৩০ জন ও ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ধরা হইয়াছে।

এই হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে ৩২ লক্ষ সেট, ২য় শ্রেণীতে ২৫ লক্ষ সেট এবং ৩য় শ্রেণীতে ১৩ লক্ষ সেট বই বিতরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের বই রাখার কোন গুদাম নাই। বিতরণের অপেক্ষায় বিপুল পরিমাণ বিভিন্ন স্থানে স্তূপাকারে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট মহলের সহিত আলাপ করিয়া জানা যায় যে, বাংলা বই পাওয়া গিয়াছে তো অংক বইয়ের কোন খবর নাই। পরিবেশ পরিচিতির সমাজ আছে তো বিজ্ঞান কবে ডেলিভারী দেওয়া হইবে, ইহার কোন খবর নাই।

অভিযোগে প্রকাশ, সেট হিসাবে না দিয়া টেক্সট বুক বোর্ড খোলা অবস্থায় বই সরবরাহ করায় পরিবহনের সময় এবং অস্থায়ী গুদামে বহু বই খোয়া যাইতেছে, বিনষ্ট হইতেছে।

জানা গিয়াছে যে, একমাত্র ঢাকায় বই বিতরণের কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। ঢাকায় অধিকাংশ স্কুলে বিনামূল্যের বই পৌঁছিয়াছে।

প্রকাশ, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা কর্মকর্তাগণ তাহাদের স্বাভাবিক কাজকর্মের চাপের মুখে বই বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারিতেছেন না। শিক্ষকগণ সদরে আসিয়া হয়রানির সম্মুখীন হইতেছেন।